দৈনিক সংবাদ

1 6 2002

বগুড়ায় ছাত্রলীগের পালটা-পালটি কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধ

বগুড়া থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ জেলা কমিটি গঠন নিয়ে বগুড়ায় ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরমে উঠেছে। কেন্দ্রীয় মূল দল এর সুরহা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ছাত্রলীগের প্রতি সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও মাঠ পর্যায়ের ত্যাগী নেতা-কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় কোন্দলের কারণে ছাত্রলীগ অভিভাবকহীন হয়ে পড়ায় মূল দল আ'লীগের অবস্থান এখানে আরও নড়বড়ে হয়ে গেছে।

আ'লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, অভ্যন্তরীণ কোন্দলসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে গত ২০০০ সালের ১৪ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল জেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করেন। এতে বগুড়ায় ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থবির হয়ে

বিরোধ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

বিরোধ ঃ কমিটি নিয়ে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পড়ে। দীর্ঘ প্রায় ২০ মাস পর গত ৮ই আগস্ট কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন শফিক বগুড়ায় মূল ও অঙ্গ দলগুলোর সঙ্গে কোন আলোচনা ছাড়াই রুহুল মোমিন তারিককে আহবায়ক এবং শুভাশিষ পোদ্দার লিটন ও সাজেদুর রহমান সাহীনকে যুগ্ম আহবায়ক করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি ঘোষণা দেন। এ কমিটিতে দলের অনেক ত্যাগী নেতারা বাদ পড়লে নেতাকর্মীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে অন্য পরদিন সন্ধ্যায় দলীয় অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

এর ২/৩ দিন পর তারা দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রুমেলকে আহবায়ক ও ডাবলু এবং লিটনকে যুগ্ম আহবায়ক করে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট বিদ্রোহী কমিটি ঘোষণা দেন। এছাড়াও শফিককে বগুড়ায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। এ কমিটিতে আহবায়ক কমিটির ১১ জন নেতা যোগ দেন। এতে আহবায়ক কমিটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও উভয়পক্ষই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে উভয়পক্ষে ছোটখাটো কলহ-মারপিটের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

এরপরও মূল দল এ ব্যাপারে পদক্ষেপ না নেয়ায় ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আরও জটিল আকার ধারণ করে। এর প্রেক্ষিতে গত ১১ই সেপ্টেম্বর আ'লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল জলিল এমপির ডাকে তার ধানমণ্ডির বাড়িতে একটি বৈঠক বসে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবদুল মান্নান, জেলা আ'লীগের সভাপতি মমতাজ উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান মজনু, সদর আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক টি. জামান নিকেতা, যুবদলের সভাপতি মঞ্জুরুল আলম মোহন, সাধারণ সম্পাদক সাগর কুমার রায় ও ছাত্রলীগ জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি রফি নেওয়াজ খান রবিন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সেখানে একপক্ষ অন্যপক্ষকে দোষারোপ করা নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু হলে আবদুল জলিল বৈঠক থেকে উঠে যান।

সূত্রটি আরও জানায়, বর্তমানে মূল দল আ'লীগ এ ব্যাপারে গাছাড়া ভাব দেখানোর ফলে শুধু ছাত্রলীগই নয়, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেননা বিগত দিনে হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে আ'লীগ না থাকলেও ছাত্রলীগ মাঠ দখলে রাখতো। বর্তমানে ছাত্রলীগের কমিটি দু'টি হওয়ায় মূল দলের কর্মসূচিতে কেউ ঠিকমত ভূমিকা রাখতে পারছে না। এছাড়া ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যে ২৫/৩০টি মামলা রয়েছে সেগুলোও ঝুলে রয়েছে। শুক্রবার দলীয় অফিসে তারিক গ্রুপের টিটুকে প্রতিপক্ষরা মারপিট করলে উভয়পক্ষে উত্তেজনা দেখা দেয়।

সূত্র মতে এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন শফিকই দায়ী, কেননা তিনি যদি সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে কমিটি গঠন করতেন তবে এ সংকট সৃষ্টি হতোনা। ফলে গম কেলেঙ্কারির ঘটনায় সাংসদ হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু জড়িত থাকলেও আ'লীগ বলিষ্ঠ কোন ভূমিকা বা কর্মসূচি দিতে পারেনি।

এ ব্যাপারে দলের ত্যাগী নেতাকর্মীরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, তিনি অবিলম্বে হস্তক্ষেপ না করলে ছাত্রলীগের ছোটখাটো দ্বন্দ্ব-সংঘাত বড় আকারে দেখা দিতে পারে। এতে বগুড়ায় মূল দলও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।